দ্বাদশ কবিতা।

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত।

কলিকাতা।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত।

সূচিপত্র।

দ্বাদশ কবিতা।

শকুন্তলার তনয় দর্শনে দুষ্মন্তের মনের ভাব।

এমন সুন্দর শিশু কার ছেলে হায় রে,
নবনীত বিনিন্দিত কমনীয় কায় রে,
বদনে বালেন্দু হাসে, তারকা নয়নে ভাসে,
অধরে বান্ধুলি চারু কি বা শোভা পায় রে,
নিবিড় কুঞ্চিত কেশ শোভিছে মাথায় রে,
নব তামরস রাগ হাতের তলায় রে।

এ শিশু হেরিয়ে বুক কেন ফেটে যায় রে,
কেন বা উদয় বারি নয়ন কোণায় রে,
পরের সন্তানে মন, কেন হেন নিমগন,
অবিরাম দরশন করিবারে চায় রে,
বাসনা হৃদয়ে রাখি সোণার রাছায় রে।
অথবা তুলিয়ে ধরি তাপিত গলায় রে।

অতি আকুলিত চিত্ত হতে পরিচিত রে,
এগোয় পেছোয় প্রাণ হয়ে অতি ভীত রে,
কি করি কোথায় যাই, আমার যে কেহ নাই,
শূন্য হৃদয়েতে আশা অতি অনুচিত রে ;
আবার হৃদয় ভরে মধুর আশায় রে,
রোমাঞ্চিত কলেবর আ মরি কি দায় রে ।

ভাগ্যবান্ বলে মানি শিশুর পিতায় রে,
এমন সোণার চাঁদ জীবন জুড়ায় রে ;
হাসি হাসি বসি কোলে, যবে আধো আধো ব
বাবা বাবা বলে বাছা অমৃত ছড়ায় রে,
কি আনন্দে নাচে প্রাণ পিতাই তা জানে রে
স্বর্গের বিমল সুখ মনে মনে মানে রে ।

কি পাপে এমন পাপ করিলাম হায় রে,
পরিতাপানলে প্রাণ এখন যে যায় রে ।
সুখের ভবনে হানা, নয়ন থাকিতে কানা,
যদি না হতেম হেরে নয়ন তারায় রে,
আজ যে এমনি নর শিশু সুখময় রে,
বাবা বলে জুড়াইত ব্যথিত হৃদয় রে ।

আমার পানেতে শিশু থাকে থাকে চায় রে,
স্নেহের সরোজ প্রাণে অমনি ফুটায় রে,
কি ভাবে শিশুর মন, কেন হেন নিরীক্ষণ,
হয়তো আমার কাছে বাছা কিছু চায় রে ;
অভাগা অধম আমি কি দিব তোমায় রে,
পড়ে আছে শূন্য কোল আয় বাছা আয় রে।

যখন জননী তব কোলে তুলে লয় রে,
ত্রিদিব-পবিত্র-শোভা ধরায় উদয় রে,
চুম্বি চারু চন্দ্রানন, করে সতী দরশন,
পতির বদনকান্তি তব মুখময় রে—
হয় তো টিপিয়ে গাল দয়িতে দেখায় রে,
নয় তো রোদন করে মনোবেদনায় রে।

ঘটিলে ঘটিতে পারে, যদি ঘটে যায় রে,
বিনত করিব শির প্রেয়সীর পায় রে ;
ধরিয়ে কান্তার গলে, ডুবাইব আঁখি জলে,
খেদের বারতা ক্ষমা-ক্ষীরোদ-তলায় রে,
দেখিব কেমন কোলে ছেলে শোভা পায় রে,
নব কুসুমের শোভা ললিত লতায় রে।

চিন্তার প্রলাপে মরি ঘটিল কি দায় রে,
নিবারিতে মর্ম্মব্যথা নাহি কি উপায় রে।
আপন করম দোষে, পোড়ালেম পরিতোষে,
দেবতা-দুর্লভ নিধি ঠেলিলাম পায় রে,
এখন রোদন করা নিতান্ত বৃথায় রে,
ছিন্ন-তরুমূলে বারি দিলে কি গজায় রে।

আনন্দ-রচিত-চারু-নন্দন বদন রে,
আমার কপালে কভু নাহি দরশন রে,
যে দিন নিষ্ঠুর মন, করিয়াছে বিসর্জ্জন,
ধর্ম্মদারা শকুন্তলা আমার জীবন রে,
ঘুচিয়াছে সেই দিন একবারে হায় রে
সুখপুত্রমুখদেখা মম বসুধায় রে।

চন্দ্র।

দিবা অবসানে শশধর শ্বেত কায়,
আলো দিতে অবনীতে অনাদি আজ্ঞায়
উদয় হইল ওই গগন উপর,
কৌমুদী-শীতল শ্বেত ধরাকলেবর

আচ্ছাদিল মনোহর, জুড়ালো নয়ন,
মনোসুখে করি চাঁদ তোমায় বরণ!

দূর হেতু তব অঙ্গ ক্ষুদ্র দেখা যায়,
রজতের থাল যেন আকাশের গায়,
বস্তুত অনেক বড় তুমি নিশাকর,
বিরাজে তোমাতে কত অটবী, ভূধর,
সাগর, তটিনী, জীব, জন্তু অগণন,
বলিতে পারি না কিন্তু স্বভাব কেমন।

বেড়িয়ে তোমায় কত উজ্জ্বল বরণ
তারাবলি নীলাম্বরে দিল দরশন,
বিরাজিত যেন বনে শত গন্ধরাজ,
নীল চেলে জ্বলে কিম্বা চুম্‌কির কাজ।

পর উপকার হেতু তুমি হিমকর,
রবির নিকটে লও আলোক সুন্দর,
তার পরে কর দান চন্দ্রিকা ভুবনে,
সতের স্বভাব দয়া জানে সর্ব্ব জনে;
দিবাকর কর পড়ি তব কলেবরে,
প্রতিজ্যোতি হয়ে আসে পৃথিবী ভিতরে,

মুকুরে মিহির কর পড়িয়ে যেমন,
ঘরের ভিতরে হয় ভানুর কিরণ।

কি শোভা তোমার শশি আকাশ উপরে,
শ্বেতপদ্ম ভাসে যেন নীল সরোবরে,
ইচ্ছাকরে উড়ে যাই কাটিয়ে অনিল,
কোলে করে আনি ধরে, তোমায় সুশীল।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ হিতার্থী তোমার,
চাঁদ আয়, চাঁদ আয়, বলে অনিবার।
ধরিতে তোমায় ইন্দু সিন্ধু ভয়ঙ্কর,
উথলিয়া উচ্চ করে স্বীয় কলেবর।
তাহাতে জোয়ার বান নদী মধ্যে হয়,
হুহুঃ শব্দে চলে যায় তরণী নিচয়।

ভালবাসে কুমুদিনী তোমার কিরণ,
আনন্দে প্রফুল্ল হয় পেলে দরশন ;
তুমি না কি বিয়ে তারে করিয়াছ শশি ?
তবেত শ্বশুরবাড়ী তোমার সরসী !
এস এস একদিন হেথায় নাবিয়ে,
করিব তোমায় সুখী সকলে মিলিয়ে—

সূর্য্য।

অরুণের আগমন পাইয়ে সন্ধান,
অন্ধকার সনে নিশি করিল প্রস্থান।
উঠ উঠ দিবাকর, কিবা রূপ মনোহর,
অপরূপ আভাময় তোমার বিমান।
ধরা ধনী নীলাম্বর করি পরিহার,
পরিলেন পীতবাস কিরণে তোমার।

নাহি আর অন্ধকার, কোথা পালাইল,
গিরীশ গহ্বরে বুঝি গিয়ে লুকাইল ;
কেহবা ভানুর ডরে, কাফ্রির কলেবরে,
কেহবা কামিনী কেশে এসে মিশাইল ;
অবশিষ্ট অন্ধকার অন্ধ কূপে যায় ;
খলের হৃদয়ে গিয়ে অথবা মিশায়।

বিষাদে বিষণ্নমুখ বিহঙ্গম কুল,
নীরবে বসিয়ে ডালে আঁধারে আকুল,
পেয়ে তব দরশন, আনন্দে মোহিত মন,
গাইল বিভাস রাগে সঙ্গীত মঞ্জুল।

কলকণ্ঠ সহকারে ললিতে কুহরে,
বিমোহিত জন মন সুমধুর স্বরে।

নিরানন্দে নৈশ নীরে নলিনী সুন্দরী,
বিষাদিত ছিল দামে বদন আবরি;
বিভাকর নবোদয়ে, আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে,
হাস্যমুখী সরোজিনী সরসী-ঈশ্বরী;
দোদুল্য প্রফুল্ল কায় প্রভাত সমীরে,
হেরে পতি বুঝি সতী কাঁপে ধীরে ধীরে।

অনল বেলুনবৎ বিমল আকাশে,
ভাসি ভাসি প্রভাকর প্রভা পরকাশে;
প্রাপ্ত হয়ে শুভালোক, পুলকে পূর্ণিত লোক,
স্বকার্য্য সাধনে সব নিমগ্ন আশ্বাসে।
কৃষক চলিল মাঠে স্কন্ধে হল ধরা,
সুকুমার তাপে মাটি হয়েছে উর্ব্বরা।

মধ্যাহ্নে মিহির তব করাল কিরণ,
ফিরাইতে তব পানে পারিনা নয়ন;
কর রশ্মি বিতরণ, অনুমান বরিষণ,
অনল কণিকা পুঞ্জ উত্তাপ ভীষণ।

সে সময় সুশীতল তরুর ছায়ায়,
বসিলে দূর্ব্বার দলে জীবন জুড়ায়।

দে জল দে জল বলি ডাকে চাতকিনী,
পিপাসায় প্রাণ যায় তবু পাতকিনী
খাবেনা নদীর নীর, নীরদ হইতে ক্ষীর,
পড়িবে জুড়ায়ে যবে তাপিত মেদিনী,
উড়িয়ে উড়িয়ে পান করিবে তাহায়,
স্বভাব-অঙ্কিত-রেখা কে ছাড়িয়ে যায়?

সে সময় সুশীতল বরফের জল
পরিতুষ্ট করে দেয় হৃদয় কমল;
তৃষ্ণায় উত্তপ্ত প্রাণ, বার বার করে পান,
অনুমান পশিয়াছে হৃদয়ে অনল।
কে করিবে শীত কালে বরফে যতন,
অভাব বিহনে ভাল লাগে কি পূরণ?

অপার মহিমা তব আদিত্য মহান্,
পৃথিবীর পয়ো লয়ে পৃথ্বীকে প্রদান;
আতপে তাপিয়ে জল, উঠাইয়ে বাষ্পদল,
নবীন নীরদ কুলে কর বিনির্ম্মাণ;

বারিরূপে বারিদের ধরায় পতন,
ফিরে তার কোলে যেন এল হারাধন।

তেজঃপুঞ্জ ত্বিষাম্পতি প্রচণ্ড প্রতাপ,
ক্ষুদ্র রাহু করে গ্রাস একি বড় প্রলাপ!
লোকে করে হাহাকার, দিবসেতে অন্ধকার,
তপন নিধন হায় একি পরিতাপ।
পুনঃ প্রকাশিত তুমি পৃথ্বী প্রভাময়,
লুকাচুরি খেলা তব গ্রহণ ত নয়।

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতের স্থির বিবেচনা,
গ্রহণ রাহুর গ্রাস কবির রচনা;
গতিক্রমে নিশাপতি, পৃথ্বী রবি মধ্যে গতি,
একটি সরল রেখা তিনের ধারণা,
তখন তপনে শশী করে আবরণ,
অমনি অবনী তলে প্রকাশ গ্রহণ।

নয়নের ভুলে বলি সূর্য্যের "গমন,"
চলিলে তরণী যথা কূলের চলন;
স্থিত ভানু এক স্থলে, ঘুরিতেছে গ্রহ দলে,
অবিরত রবিকায় করিয়ে বেষ্টন।

মার্ত্তণ্ড প্রকাণ্ড অঙ্গ নাহি পরিমাণ,
ধরার সহস্র গুণ হয় অনুমান।

হয়ত সবিতা তুমি সহ গ্রহ গ ণ,
শ্রেষ্ঠতর সূর্য্যে বেড়ে করিছ ভ্রমণ;
তোমার সমান কত, ঘোরে ভানু অবিরত,
গ্রহ সহ সেই সূর্য্যে করিয়ে বেষ্টন;
শ্রেষ্ঠতর সূর্য্য পরে স্বদলে লইয়ে,
ভ্রমিতেছে শ্রেষ্ঠতম তপনে বেড়িয়ে।

তা বড় তা বড় সূর্য্য আছে পর পর,
অনাদি অনন্ত দেব পরম ঈশ্বর,
বিরাজিত সর্ব্বোপর, জ্যোতির্ম্ময় কলেবর,
নিমেষে হতেছে সৃষ্টি শত প্রভাকর।
গগনে অগণ্য তারা কে তারা কে জানে,
তা বড় তা বড় সূর্য্য জ্যোতির্ব্বিদে মানে।

ল্যাপলাণ্ডে একবার হইয়ে উদয়,
ছয়মাস প্রভাকর প্রকাশিত রয়;
দেবের আরতি যায়, ব্রাহ্মণেরা নাহি পায়,
সন্ধ্যা করিবার কাল সন্ধ্যার সময়,

মুসলমানের রোজা ভাঙ্গেনা ছমাস,
হয় ধর্ম্ম লোপ নয় জীবন বিনাশ।

ছয় মাস নিরন্তর থাকে অন্ধকার,
কালনিশি অনুরূপ নিশির আকার;
নিশিতে করিছে স্নান, নিশিযোগে পূজাধ্যান
সম্পাদন নিশিযোগে আহার বিহার;
সাগরে মারিয়ে তিমি তেলের সঞ্চয়,
ছয় মাস অবিরত তাতে আলো হয়।

যমুনা তনয়া তব শ্যামল বরণ,
বিরাজিত তটে তার সুখ বৃন্দাবন;
যমুনার উপকূলে, লইয়ে গোপিনীকুলে,
করে কেলী বনমালী মুরলীবদন।
সুবাসিত স্বচ্ছবারি শীতলতাময়,
স্নানে পানে পরিতৃপ্ত মানব নিচয়।

দুর্দ্দান্ত অঙ্গজ তব ভঙ্গি ভয়ঙ্কর,
শুনিলে তাহার নাম অঙ্গে আসে জ্বর;
আতঙ্ক মণ্ডিত রূপ, আঁখি দুটি অন্ধকূপ,
সুগোল গভীর কাল ঘোরে নিরন্তর,

উচ্চ গণ্ডে কালশিরা করাল ভুজঙ্গ,
নাকের নাহিক চিহ্ন কেবল সুড়ঙ্গ।

ভয়ানক গণ্ণাকাটা দন্ত দেখা যায়,
বিষমাখা খড়্গশ্রেণী যেন শোভা পায় ;
পেটের প্রকাণ্ড খোল, অবিরত গণ্ডগোল
আবরণ চর্ম্ম উড়ে গিয়াছে কোথায়,
নাড়ীতে জড়িত কত ভুত ভয়ঙ্কর,
গৃধিনী শকুনি শুনি শিবা নিশাচর।

এ ষণ্ড মার্ত্তণ্ড তব যোগ্য সুত নয়,
বাপের মতন ব্যাটা কর্ণ মহাশয়,
সাহসিক বলবান, অকাতরে করে দান,
কল্পতরু হয় জ্ঞান ধরায় উদয় ;
দয়ার কারণে তার দাতা কর্ণ নাম,
যা যাচিবে তাই দিবে পূর্ণ মনস্কাম।

কোকিল।

আনন্দ-বিহঙ্গ তুমি ও কাল কোকিল !
তোমার দ্বাদশ মাসে, আতর চন্দন ভাসে,
আন্দোলিত অবিরত বসন্ত অনিল,

যে দেশে বসন্ত যবে করে আগমন,
সে সময়ে সেই দেশে তব নিকেতন।

আলোকরা কালরূপ নয়ন-নন্দন।
ভাল রূপ ভাল স্বর, পাইয়াছ পিকবর,
আঁখি শ্রুতি উভয়ের আদর ভাজন ;—
"কোকিল কুৎসিত পাখী" কে বলিল হায়।
কুৎসিত কবিত্বে কবি-অঙ্গ জ্বলে যায়।

আনন্দ প্রফুল্ল মনে করি উন্মীলন
অরুণ নয়নদ্বয়—যেন রক্ত কুবলয়
ভাসিতেছে কাল জলে বিকাশি নূতন—
হেরিতেছ অবনীর নব কলেবর,
সরস পল্লব লতা মঞ্জরী মনোহর।

মঞ্জুল নিকুঞ্জ তব রসাল শাখায় ;
সুরভি মুকুল পুঞ্জ, পরিমলে ভরে কুঞ্জ,
আবরিত করে কচি কোমল পাতায়,
মন্দ মন্দ গন্ধবহ আন্দোলিত হয়,
সুশীতল সুবিরল যেন দেবালয়।

এ হেন নিকুঞ্জে বসি হরিষ অন্তরে,
করিতেছ কুহূ রব,　শুনিয়ে মোহিত সব,
ত্রিদিব-সম্ভব-রব শ্রবণবিবরে।
সরলা কোকিলা কাছে সাদরে বসিয়ে,
সঙ্গীতে দিতেছে যোগ থাকিয়ে থাকিয়ে।

এমন পবিত্র স্থানে সুপবিত্র মনে,
বল কলকণ্ঠবর,　করি এত সমাদর,
গাইতেছ কার গুণ বিকম্পিত স্বনে;
যে দিল তোমার রবে এমন সুতার,
বিজনে কূজনে পূজা করিতেছ তাঁর।

শৈশবে বসন্তসখা! বায়সী তোমায়
সুযতনে সমাদরে　লালন পালন করে,
সন্তান-জীবন-জীবি জননীর প্রায়;
মহাসুখী তব মাতা পিকরাজপ্রিয়া,
পালিল সন্তানে কাকী কিঙ্করীকে দিয়া।

সেবিকা সন্তানে পালে ভূপালভবনে;
তবে কেন বিরহিণী,　শুনি কলকণ্ঠধ্বনি,
ব্যথিত হৃদয়ে বলে সজল নয়নে,

"কাকের পালিত তুই কঠিনহৃদয় !
"স্বর শরে বধ নারী নাহি ধর্ম্মভয়।"

কুহর কুহর পিক সুকোমল কলে,
শুনিয়ে মধুর তান, আনন্দে নাচিছে প্রাণ,
শুননাক বিরহিণী কাতরে কি বলে—
পাগলিনী বিরহিণী বিষাদে ব্যাকুল,
বিমল সুতার সুধা বিষ বলে ভুল।

তোমার ভোজন হেতু প্রিয় আয়োজন
তেলাকুচা লতিকায়, কেমন শোভিছে হায়,
পরিণত বিম্বফুল হিঙ্গুলবরণ।
বামে লয়ে কোকিলায় কর হে আহার,
সকালে ললিত তানে গাইবে আবার।

প্রবাসীর বিলাপ।

কোথায় জনম ভুমি শুভ বঙ্গ দেশ !
তব ক্ষেত্রে শস্যরূপে বিরাজে ধনেশ,
বাহিনী তোমার অঙ্গে পবিত্র জাহ্নবী,
শ্রেষ্ঠতম হেরি তব প্রান্তর অটবী,

তব কোলে দোলে বিদ্যা, দেশ-অনুরাগ,
সুজনতা, সুবিচার, সৌহার্দ্দ, সোহাগ ;
তোমা বিনা কাঁদে প্রাণ মনে সুখ নাই,
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

আর কি দেখিতে পাব পিতার চরণ
স্নেহ বিকশিত মুখ শঙ্কা-নিবারণ।
বিপুল আয়াসে শিক্ষা করেছেন দান,
পটুতা হেরিলে কত সুখী হত প্রাণ।
শৈশবে পিতার পাতে বসিয়ে পুলকে,
খাইতাম সুখে অন্ন এলোমেলো বকে ;
বাসনা পিতার পাতে আজো বসে খাই।
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

পরম আরাধ্যা দেবী জননী কোথায়,
বিপদ, ব্যসন, ব্যথা, যে নামে পলায়,
না হেরে আমায় মাতা ব্যাকুলিত মনে,
গিয়াছেন পরলোকে, বিভু দরশনে।
স্বর্গীয় জননী স্নেহ এত দিনে হত,
মা বলা হইল শেষ জনমের মত ;

ভিক্ষা করি খাব দেশে যদি মাতা পাই,
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

সহোদর সুসহায় সংসার ভিতর,
রক্ষিতে সোদরে সদা বদ্ধ পরিকর,
আনন্দ প্রফুল্ল মুখে অমিয় বচন,
হাসিয়ে করেন দান স্নেহ আলিঙ্গন,
না হেরে সোদর-মুখ বিদরে অন্তর,
কত দিন রব আর হয়ে দেশান্তর ?
ধিক্ ধন অনুরোধে ছেড়ে আছি ভাই !
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

স্নেহের লতিকা মম সুশীলা ভগিনি !
কত শত দিন গত তোমায় দেখিনি।
ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ের দিন সহোদরা ঘরে
আনন্দ উৎসব হয় তুষিতে সোদরে ;
সমাদরে সহোদরে ভাইফোঁটা দান,
বসন চন্দন ধান গুয়া গোটা পান ;
জন্মে জন্মে হই যেন ভগিনীর ভাই,
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

নীরস হৃদয় মম প্রণয় বিহীন,
কেমনে কামিনী ভুলে আছি এত দিন ?
ভুলিনাই বামাঙ্গিনি পবিত্র লোচনে !
দিবা নিশি হেরি মুখ মনের নয়নে,
ভাবিতে ভাবিতে কান্তি একতান মনে,
ভ্রম বশে আলিঙ্গন করি সমীরণে,
রহিব তোমার পাশে স্বর্গে দিব ছাই ;
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

কোথায় হৃদয় নিধি তনয় নিচয়,
কবে তোমা সবে হেরে জুড়াবো হৃদয়।
কেহ পাঠে দেবে মন কেহ দৌড়াইবে,
কেহ কেহ কোল লয়ে বিবাদ করিবে,
কেহ করতালি দেবে কেহবা নাচিবে,
আধো বোলে বাবা বলে কেহবা হাসিবে।
দেখিতে এসব পেলে স্বর্গ নাহি চাই,
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

মায়ার মৃণাল মম মেয়েটি কোথায়,
মরি যে জননি ! কোলে না লয়ে তোমায়,

চিত্রিত পুতুল পেলে সুখী শিশুকুল,
আমি শিশু তুমি মম খেলার পুতুল।
কবে নব তামরস দাম রসনায়
লেহন করিবে নাশা শৈশব লীলায়।
তাই তাই "তমালিনি" তাই তাই তাই।
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

বিপদ-নিস্তার বন্ধু-নিকর কোথায়,
আনন্দে হৃদয় নাচে যাদের কথায়,
উল্লাসিত হয় যারা আমায় হেরিয়ে,
অশুভ ঘটিলে এসে পড়ে বুক দিয়ে।
কবে তোমাদের কাছে বসিব হাসিয়ে,
মন খুলে কব কথা সরম ছাড়িয়ে,
বন্ধুর নিকটে দিন নিমেষে কাটাই।
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

কোথায় যমুনা নদী তপন নন্দিনী,
শৈবাল বিরাজে অঙ্গে কত কুমুদিনী,
কেমন বিমল বারি সুমধুর তার,
আমোদে মাতিয়ে তায় দিতাম সাঁতার,

কত তরি কত লোক বিজয়ার দিন,
কৈলাশে চলিছে গৌরী কাঁদিয়ে মলিন,
বাসনা যমুনাজলে এদেহ ভাসাই।
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

কোথা সে বিলের কূলে বিটপী বিশাল,
চন্দ্রাতপ পায় যায় আতপে রাখাল।
যথায় বিকালে বন ভোজনের দিন,
সমবেত কত পুর মহিলা প্রবীণ,
আনন্দে ভোজন করে শতদল দলে,
লাফা লাফি খেলে মাঠে বালকেরা বলে।
বাসনা তাদের সনে লাফিয়ে বেড়াই,
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

....

উড়িষ্যার অরবিন্দ কটক নগর,
পাথরে গঠিত গড় যাহার ভিতর,
কত লোক করে বাস হতে নানা দেশ—
মাহাট্টা তৈলঙ্গি উড়ে বাঙ্গালি অশেষ,

ইহুদি পঞ্জাবি ভিল্লি কেঁয়ে মহাজন,
উড়িষ্যার পরগাছা "ক্যারা"*অগণন।
তিন পার্শ্বে বিরাজিত তটিনী তরল,
দেখিতে সুন্দর শোভা সুমধুর জল,
বোধ হয় মহানদী কটক ছটায়,
উন্মাদিনী আলিঙ্গন করিতে তাহায়,
নগর নাগরে হৃদে ধরিতে অধীর,
কাটজুড়ি রূপে বাহু করেছে বাহির,
ঊর্দ্ধরেতা সম কিন্তু কটক প্রবর,
পাথরের বাঁধ ধৈর্য্য ধীর ধরাধর,
অভিসারিকার পাণি ফেলিছে ঠেলিয়ে,
ধীরতা বিহীন হলে মরিত ডুবিয়ে।
খণ্ডগিরি নামে গিরি কটক দক্ষিণে,
চারি দিকে ব্যাড়া যাহা নিবিড় বিপিনে,
ভয়ঙ্কর মনোহর বিজন বিশেষ
হেরিলে অমনি হৃদে উদয় ভবেশ।
অচলের অঙ্গ খুদে করেছে নির্ম্মাণ,
দালান, মন্দির, থাম, সরসী, সোপান ;

---

* যে সকল বাঙ্গালিরা বহুকাল উড়িষ্যায় বাস করিতেছে তাহাদিগকে ক্যারা-বাঙ্গালি বলে।

সারি সারি গিরিগুহা খোদা নর-করে,
শত শত পাবে যত যাইবে উপরে,
নীচের গুহায় যাহা ছাদ দরশন,
উপর গুহায় তাহা হয়েছে প্রাঙ্গন।
কোথাও দেখিতে পাবে গুহার অন্তরে,
যোগী-উপযোগী-বেদী শৈল-কলেবরে,
পাথরের নাগ-দন্ত পাথর দেয়ালে,
পাথর নির্ম্মিত কড়া গহ্বরের ভালে.
দেয়ালে দেখিবে কত খোদা সারি সারি
মহাতপা তপোধন ধ্যান ধর্ম্মধারী,
পবিত্র পরমহংস চিত্ত নিরমল,
অসাড় শরীর মহা পুরুষ পটল,
নিরাকারে করে ধ্যান একতান মনে,
অচলিত দ্বিরসন-দন্ত-পরশনে,
বিবসন বৌদ্ধব্যূহ বিশুদ্ধ হৃদয়,
জিন অনুগামী দিগম্বর জৈনচয়,
দেখিবে অনেক আরো জীব অনুরূপ,
মানব মানবী পরি রাণীসহ ভুপ,
কুরঙ্গ, শার্দ্দূল, করী, করী-অরি, হয়,
ভল্লূক মহিষ মেষ ছাগ ধেনুচয়।

পাগল পথিকগণ আসিয়ে হেথায়,
লিখে গেছে নিজ নিজ নাম কয়লায়,
যে নাম রাখিতে নরে নারে যজ্ঞ যাগে,
রাখিতে বাসনা তাহা কয়লার দাগে !!

গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ ভ্রমের সোপান,
অন্তরে ঈশ্বর পূজা বিশুদ্ধ বিধান,
মহাজন কীর্ত্তি এই খণ্ডগিরি ধাম,
নাই কিছু তাই তথা দেব দেবী নাম।
পৌরাণিক পুত্তলিকা দেখা ইচ্ছা হয়,
অচলের তলে যাবে মোহন্ত আলয়,
লাল মাটি লেপা মঠ দেখিতে সুন্দর,
দেব দেবী অগণন তাহার ভিতর;
হরির পবিত্র নাভি-নলিনী হইতে,
উঠিতেছে পদ্মযোনি বিশ্ব বিরচিতে,
ভুজঙ্গ শয়নে বিষ্ণু আছেন নির্জ্জনে,
নারায়ণী সেবে পদ হরষিত মনে,
বৈদেহী বৈদেহী-ঈশ সৌমিত্রি সুধীর,
রুদ্র অবতার আর দশশির বীর,

বসন হরণ, রাজা রাধিকা সুন্দরী,
বীরদন্তে গিরিধর গিরি হাতে করি,
জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা ভগিনী,
লোকনাথ, সত্যবাদী, বিমলা উড়িনী।
সুগভীর কূপ এক আছে মঠাঙ্গনে,
ছেড়ে দিলে যায় গুণ বলির সদনে,
সুশীতল সুমধুর কিবা বারি তার,
বিপদে বন্ধুর বাণী যেমন সুতার।
অচলে "আকাশ গঙ্গা" খোদা সরোবর,
ভাসিলে তাহাতে শান্ত হয় কলেবর,
"গুপ্ত গঙ্গা" নামে কূপ ভুধর কন্দরে,
দিতেছে বিমল বারি ঝির ঝির করে,
শীতল "ললিতা কুণ্ড" "রাধাকুণ্ড" আর,
করেছে পাথর কেটে সরের আকার।
নামগুলি আধুনিক সর পুরাতন,
উড়েরা দিয়েছে নাম মনের মতন।
মহীধরে মহীরুহ শোভে অগণন,
রমণীয় এলো মেলো সুখ দরশন—
পুন্নাগ, পলাশ, বাঁশ নতানো সুন্দর,
বারমেসে সোভাঞ্জন উড়ের আদর,

শিমুল, বকুল, বট, অশ্বত্থ বিশাল,
পিঁপুল, তেঁতুল, তাল, পিয়াশাল, শাল,
নিম, গাব, সহকার, বেল, আমলকী,
কণ্টকী, করঞ্জ, কুল, কদম্ব, কেতকী,
গন্ধরাজ, বনমল্লী, মালতী, বাদাম,
অশোক, চম্পক, বক, হরীতকী, জাম।

বন্ধুবিদায়।

চিত্ত বিনোদিনী শোভা হেরিলাম হায়
ভাবিতে যেমন, তাকি বাক্যে বলা যায়?
বিমল তটিনী তটে, লেখা যেন স্বচ্ছ পটে,
বন্ধুর নিকটে বন্ধু চাহিছে বিদায়।

দাঁড়াইয়ে দুই জনে করে দিয়ে কর,
অধীর অন্তর দুখে, স্থির কলেবর,
নাহি রব সুবদনে, দিবানিশি হাসি সনে
চলিত যাহাতে কথা শোভিয়ে অধর।

স্নেহরস পরিপূর্ণ সুকোমল মন,
বিরহ-ভাবনা-ভার করিছে দলন,
পতিত হতেছে তায়, প্রস্রবণ বারিপ্রায়
স্নেহবারি নাশাপাশে ভরিয়া নয়ন।

শৈশবে সজাতি তরু থাকি গায় গায়,
কলেবরে কলেবরে কালেতে মিশায়,
উভয়েরি এক দল, মুকুল কুসুম ফল,
এক রসে রসশালী উভয়ের কায়।

সেই রূপ বন্ধুযুগ হয় দরশন,
হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ অভেদ মিলন,
উভয়ের এক আশা, অধ্যয়ন, ভালবাসা,
এক ভাবে আন্দোলিত উভয়ের মন।

এহেন প্রাণের ধনে কোথা যায় লয়ে,
সহে কি বিরহ ব্যথা বন্ধুর হৃদয়ে,
সৌম্য মূর্ত্তি পুনর্ব্বার, দেখিতে পাবেনা আর
জীবন প্রবেশে যদি অন্তক আলয়ে।

উপকূলে অবস্থান করিছে তরণী,
প্রাণ হতে প্রাণ বন্ধু হরিবে এখনি,
বিদারি ছিদাম-মন, শূন্য করি বৃন্দাবন
কংসের স্যন্দন যথা হরে নীলমণি,

ফুলে ফুলে কাঁদি বন্ধু বলে অবশেষ,
"নিতান্ত যাইতে যদি হইল বিদেশ,
"যাও যাও যাও ভাই, সদা যেন লিপি পা
"সতত পবিত্র সুখে রাখুন পরেশ।

"নিবারি নয়ন বারি তরি আরোহণ
"কর সহোদর! আর করনা রোদন,
"যত দিন মহীতলে, বিরহ অনল জ্বলে,
"সময়ে সময়ে শোক দেয় দরশন।

বন্ধু হস্ত ধরি বলে কাঁদিয়ে আবার
"কি করিয়ে প্রবেশিব পুস্তক-আগার?
"তবাসনে তুমি নাই, তথায় দেখিয়ে ভাই
"ধরাশায়ী হব আমি করি হাহাকার।

"আমার রোদনে তব, রোদন বাড়িল
"অশ্রুবারি স্থূলধারে বহিতে লাগিল ;
"আমার বচন ধর, নয়ন মোচন কর,
"ওই দেখ কর্ণধার তরণী খুলিল।

কাতর পীড়িত স্বরে যাবার সময়,
উত্তর করিল বন্ধু ব্যাকুল হৃদয়—
'ভাবিয়ে বন্ধুর মুখ, কাঁদিলে বিমল সুখ,
"বিরহে নয়নে তাই জল উপচয়।

"লোচন আকুল জলে আপনিই হয়
"যবে এই শুভ ভাব মনেতে উদয়—
আমায় আমার বলে, আহামরি মহীতলে,
"ঈশ্বর কৃপায় আছ কোন সহৃদয়।

"দৈবের আদেশে দেশ ত্যজি সকাতরে
"তোমারে ছাড়িয়ে আমি যাই দেশান্তরে,
বিদেশে বিরহে হায়, যদি এ জীবন যায়
"মরিব তোমার মুখ ভাবিয়ে অন্তরে।

"বিজনে বিষণ্ণ মনে সতত ভাবিব,
"বারিহীন মীন প্রায় যাতনা সহিব,
"কোথাও না পাব সুখ, অন্তর ভেদিয়া দুখ
সময়ে সময়ে মাত্র নিশ্বাসে ছাড়িব।

স্নেহেতে বান্ধবে পরে করি আলিঙ্গন
তরণীতে উঠে বন্ধু মুছিয়া নয়ন।
চলিল জীবন-যান, উভয় বন্ধুর প্রাণ
বিরহ অনল তাপে হইল দহন।

কিনারায় থাকি বন্ধু তরিপানে চায়
দাঁড়ায়ে অপর বন্ধু চলিত নৌকায় ;
ঘন ঘন হাত নাড়ি, "বলে যাও যাও বাড়ী
"আবার হইবে দেখা অনাদি-কৃপায়।

তরি যায়, হায় বন্ধু বিষাদে ব্যাকুল
অবিরাম আঁখিবারি চুয়ে উপকূল।
চাহিয়ে তরণী পানে, রহে স্থিত এক স্থানে
যতক্ষণ দেখা যায় নৌকার মাস্তুল।

কমিতে কমিতে তরি পানকৌড়ি প্রায়,
ভাসে নদী অঙ্গে দেখা যায় কি না যায়,
এই বারে একে বারে, অনিল ঢাকিল তারে
বন্ধুর তরণী আর দেখিতে না পায়।

ত্যজিয়ে তটিনী করে ভবনে গমন,
ভাসায়ে শ্মশানে যেন সহোদর ধন ;
যায় যায় ফিরে চায়, এই বুঝি দেখা যায়
যে তরি প্রাণের বন্ধু করিছে বহন।

কঠিন কাঠের তরি লোহায় যোজনা,
জানেনা বিরহে বন্ধু সহে কি যাতনা,
বন্ধুর কোমল প্রাণ, পেতে যদি জল-যান
ফিরে আনি বন্ধুধনে করিতে সান্ত্বনা।

সংসারের গতি এই বিরহ মিলন,
পরিবর্ত্ত-প্রিয়-কোলে প্রকৃতি পালন,
কভু পরিতাপময়, কভু সুখ সমুদয়,
অবিরত বিনিময় হয় দরশন।

পরিণয়

সুপবিত্র পরিণয়, অবনীতে সুধাময়,
সুখ মন্দাকিনীর নিদান,
মানব মানবী দ্বয়, হৃদয়ের বিনিময়,
করিবার বিশুদ্ধ বিধান।
একাসনে দুইজন, যেন লক্ষ্মী নারায়ণ,
বসে সুখে আনন্দ অন্তরে,
এ হেরে উহার মুখ, উদয় অতুল সুখ.
যেন স্বর্গ ভুবন ভিতরে ;
প্রণয় চন্দ্রিকা ভাতি, ঘরময় দিবা রাতি.
বিনোদ কুমুদ বিকসিত,
আনন্দ বসন্ত বাস, বিরাজিত বার মাস.
নন্দন বিপিন বিনিন্দিত ;
যে দিকে নয়ন যায়, সন্তোষ দেখিতে পায়,
গিয়েছে বিষাদ বনে চলে।
সুখী স্বামী সমাদরে, কান্তাকর করে করে,
পীরিতি পূরিত বাণী বলে—
"তব সন্নিধানে সতি, অমলা অমরাবতী,
"ভুলে যাই নর নশ্বরতা,

"অভাব অভাব হয়, পরিতাপ পরাজয়,
"ব্যাধি বলে বিনয় বারতা।
রমণী অমনি হেসে, স্নেহের সাগরে ভেসে,
বলে "কান্ত কামিনী কেমনে,
"বেঁচে থাকে ধরাতলে, যেই হতভাগ্য ফলে,
"পতিত পতির অযতনে?
নবশিশু সুখরাশি, প্রণয়-বন্ধন-ফাঁসি,
পেলে কোলে কাল সহকারে,
দম্পতীর বাড়ে সুখ, যুগপৎ চুম্বে মুখ,
কাড়াকাড়ি কোলে লইবারে।

সতীত্ব।

পবিত্র ত্রিদিব ধাম ধরণী মণ্ডলে,
সতীত্ব ভূষণে নারী বিভূষিতা হলে।
অমরাবতীর শোভা কে দেখিতে চায়,
সতী সাধ্বী সুলোচনা দেখা যদি পায়?
কোথা থাকে পারিজাত পৌলমী-বড়াই,
সুরভি সতীত্ব শ্বেত শতদল ঠাঁই;
নাশিকা মোদিত মন্দারের পরিমলে,
সতীত্ব সৌরভ যায় হৃদয় অঞ্চলে।

মলিন বসন পরা, বিহীনা ভূষণ,
তবু সতী আলো করে দ্বাদশ যোজন,
কেন না সতীত্ব-মণি ভালে বিরাজিত,
কোটি কোটি কহিনুর প্রভা প্রকাশিত।
সতেজ স্বভাব সতী মলাহীন মন,
অনুমাত্র অনুতাপ জানে না কখন;
অরণ্যে, অর্ণবে যায়, অচলে, অন্তরে,
নতশির হয় সবে বিমল অন্তরে,
চণ্ডাল, চোয়াড়, চাসা, গোমূর্খ গোঁয়ার,
পথছেড়ে চলে যায় হেরে তেজ তার,
অপার মহিমা হায় সতীত্ব-সুজাত,
লম্পট জননী জ্ঞানে করে প্রণিপাত।
পাঠায় কন্যায় যবে স্বামী সন্নিধান,
ধন আভরণ কত পিতা করে দান—
পরমেশ পিতাদত্ত সতীত্ব স্ত্রীধন,
দিয়াছেন দুহিতায় সৃজন যখন,
বাপের বাড়ীর নিধি গৌরবের ধন,
বড় সমাদরে রাখে সুলোচনা গণ।

যুদ্ধ।

রুধিরাক্ত ভীম মূর্ত্তি যুদ্ধ ভয়ঙ্কর,
অন্তক দক্ষিণ হস্ত অবনী ভিতর।
নরমুণ্ডে বিনির্ম্মিত, অট্টালিকা মনোনীত,
নিবসতি কর তুমি তাহার ভিতর।
শোণিতে সাঁতার দিতে সংহার সহায়,
নিপাত, বিনাশ, ধ্বংস সদা রসনায়।

প্রশস্ত গভীর তব উদর ভীষণ,
নীরশূন্য নীরনিধি দেখিতে যেমন ;
স্তূপাকার নরদেহ, গণিতে না পারে কেহ,
মহিষ, মাতঙ্গ, অশ্ব, ধেনু অগণন,
গোলা, গুলি, ডুলি, ঝুলি, খট্টাঙ্গ, শিবির,
সংগ্রহ ভরিতে তার কন্দর গভীর।

শোভে অঙ্গে করি রঙ্গে আতঙ্ক বর্ষণ
শমন রঞ্জন সজ্জা দুরন্ত দর্শন—
ভীমগদা ভিন্দি পাল, শূল শেল করবাল,
খাঁড়া ঢাল টাঙ্গি যেন কালের দশন,
কিরিচ, ভোজালে, তূন, সরাশন, বাণ,
যমের নিশ্বাস নিন্দি বন্দুক কামান।

দাঁড়াইয়ে অশ্ব সেনা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে,
রতন প্রলম্ব শোভা তোমার হৃদয়ে,
পদাতিক পরিকর, কটিবন্ধ ভয়ঙ্কর,
শোভিতেছে যেন তব কোমরে নির্ভয়ে,
তুরী, ভেরী, জয়ঢাক বাজিছে মোহন,
অনুমান তব পদে ঘুঘুর শোভন।

ভয়ঙ্কর কোলাহলে বহুবিধ বোল,
দূরেতে শ্রবণে যায় মাত্র গণ্ডগোল—
কোথাও বিজয় শব্দ, শুনিলে অমনি স্তব্ধ,
ভাবে শ্রোতৃ ভীত চিত্তে বড় ডামাডোল।
কোথাও রোদন ধ্বনি পশিছে শ্রবণে,
পড়িয়াছে কেহ বুঝি শূলের দংশনে।

বীরদম্ভে ভীমনাদে আহবে মাতিয়ে
বলিতেছে কোন বীর কৃপাণ ধরিয়ে—
"কেটে করি খান খান, রুধিরে করিব স্নান,
"রাখিব মানীর মান নিজ প্রাণ দিয়ে,
"আমূল বিন্ধিব শল শত্রু কুল বক্ষে,
"অবশ্য বধিব কার সাধ্য করে রক্ষে?

“ দম্ দম্ ছাড় গোলা গোলন্দাজ বীর,
“ আকাশে উড়ায়ে দেহ অরাতির শির ;
‘ বাজাও বিজয় ডঙ্কা, কাহারে না কর শঙ্কা,
“ বিক্রমে বিনত লঙ্কা সুবর্ণ শরীর—
“ পল্লবে অনল কভু থাকিবে না ঢাকা,
“ বীরত্বের পুরস্কার বিজয় পতাকা।

হুহুঙ্কার করি কোন বীর মহাভাগ,
বিশাল হৃদয়ভরা দেশ অনুরাগ,
বলিতেছে “বলে ধরি, সংহার করিব অরি,
‘ বিনতানন্দন যথা নাশে দুষ্ট নাগ,
“ এককোপে শত শির করিব ছেদন,
“ শত্রুর শোণিত-স্রোতে ধুইব চরণ।

‘ বাঁচিয়ে কিফল যদি স্বাধীনতা যায় ?
“ পড়িবে কি সিংহরাজ শৃগালের পায় ?
‘ স্বদেশ রক্ষার তরে, সমরে কি কেহ ডরে,
“ শতগুণে হয় বলী স্বদেশ রক্ষায়—
“ খুলিয়ে নিডেলগণ্ ছেড়ে দেহ যম,
“ দুর্দ্দম্ দুর্দ্দম্ দম্, দম্ দম্ দম্।

তুমুল সংগ্রামে ধুলা ছাইল গগন,
রসাতলে হয় বুঝি মেদিনী মগণ—
কাঁপিছে কৃপাণ কুল, ঘর্ঘর ঘুরিছে শূল,
হুলু স্থুল গোলে ভুল পরকে আপন,
মালসাট মারে সেনা দাপে মহা বলে,
কাঁপে ধরা যেন সরা বাতাকুল জলে।

সৃষ্টিনাশা গোলা বৃষ্টি দৃষ্টি করে রোধ,
প্রলয়ের অনুরূপ যুদ্ধ ক্ষেত্র বোধ,
ঝর্ঝড়্ ছুটিছে গুলি, চুর্ণ মস্তকের খুলি,
গদাঘাতে জয় প্রাপ্ত জনমের শোধ ;
গোলাদগ্ধ গজ অশ্ব পড়িছে ধরায়,
বিনাশিত বস্ত্রাবাস অনল শিখায়।

আর্ত্তনাদ করি এক বীর মহাজন,
নিপতিত রণস্থলে হয়ে অচেতন,
কোথা পুত্র কোথা দারা, তারা যে নয়ন তারা,
জনমের মত হারা আত্মীয় স্বজন,
কি বলিল শেষে বীর ভাসি আঁখি জলে ?
"কোথায় রহিলে প্রিয়ে প্রণয় কমলে !"

দ্বাদশ কবিতা।

বিশ্বাস-ঘাতক যুদ্ধ কারো নহ বাঁধা,
বুঝিতে তোমার ভাব লেগে যায় ধাঁধা,
ক্ষিতীশের সর্ব্বনাশ, বীরেশের বনবাস,
ভূপতি দাসের দাস! তব কার্য্য সাধা;
গৌরবে বসিয়ে ভূপ রাজসিংহাসনে,
মুহূর্ত্তে কারায় বন্দী তব পরশনে।

ভিখারী দ্বিতয়ে তুমি উপলক্ষ করি,
ছারেখারে দিলে লঙ্কা সুবর্ণ নগরী,
রক্ষেশ দেবেশ-ত্রাস, করিয়ে সবংশে নাশ,
বিভীষণে দিলে রাজ্য সহ মন্দোদরী।
দুরাচার কুলাঙ্গার ওরে বিভীষণ,
কোন্ প্রাণে বিনাশিলি সোদর রতন?

কোন্ অপরাধে রণ কৌরবের কুল,
গান্ধারী-হৃদয়-বন-কুসুম-মঞ্জুল,
বিনাশিলে সমুদায়, দুখে বুক ফেটে যায়,
রাখিলে না মা বলিতে একটি মুকুল।
অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র শোকে অচেতন,
শত পুত্র হত রণে থাকে কি জীবন।

তব অবিচার হেরে দুঃখে অঙ্গ জ্বলে,
বড় পরিতুষ্ট তুমি দলিয়ে দুর্ব্বলে ;
ভারত ভুপতি চয়, নিরাপদে কাল ক্ষয়,
ধর্ম্ম কর্ম্ম যাগ যজ্ঞে করিত কুশলে,
দেশান্তর হতে আনি দুর্বৃত্ত যবন
আক্ষেপ ক্ষীরোদে দিলে ভারত ভবন।

কেড়ে নিলে স্বাধীনতা দেশের ভুষণ,
সম্মান, সম্পদ, দণ্ড, রাজসিংহাসন ;
রাজত্ব করিলে ক্ষয়, ভেঙ্গে দিলে দেবালয়,
গোহত্যা করিলে হিন্দু দেবতা সদন,
মানসিংহ ভগিনীরে সজোরে ধরিয়ে,
নীচ কুল যবনের সনে দিলে বিয়ে।

চক্রবৎ ঘোরে তব কুদৃষ্টি, কল্যাণ—
যার করে হিন্দু রাজ্য করেছিলে দান,
ইংরাজে উন্নত করি, শেষে তারে কেশে ধরি,
ভয়ঙ্কর নির্ব্বাসন করিলে বিধান,
রত্নে রচা শিখী যার ছিল সিংহাসন,
টঙ্গুর মাটিতে তারে করিলে নিধন।

বিষাক্ত দশন তব সমর ভীষণ,
করেছিলে লণ্ডভণ্ড ইংলণ্ড ভবন ;
স্বদেশ ভূপতি সনে, প্রজাপুঞ্জ মত্ত রণে,
শমন সদনে গেল কত মহাজন—
রাজার পবিত্র শির করিয়ে ছেদন
কোরমওয়েলে দিলে রাজসিংহাসন।

বীরশ্রেষ্ঠ বোনাপার্ট বেলোনার বর,
কীর্ত্তিপূর্ণ কার্ত্তিকেয় বিপুল অন্তর,
গলে গৌরবের হার, বিজয় মুকুট তার,
পরাজিত রাজ্য তায় হীরক নিকর,
কৌশলে রুক্মিনী নাথ, বিক্রমে অর্জ্জুন,
ধন্য বোনাপার্ট রাজা ধন্য তব গুণ।

রাজবংশে জন্ম নয়, রাজবংশ-কর,
নিজপরাক্রমে বীর অপূর্ব্ব ভূধর,
টিরাণি করিয়ে লোপ, ভেঙ্গে গড়ে ইয়োরোপ
পলকেতে পরাভূত হইল মিসর ;
প্রজার পালনে রাজা প্রজা পূজনীয়,
বাহুবলে বীর কেতু বীর বরণীয়।

বীরত্বে মোহিত হয়ে রাজা কত জন,
অনুজ্ঞা প্রতীক্ষা করে ছিল অনুক্ষণ,
কেহ দিল সিংহাসন, কেহ রাজ আভরণ.
বিবাহ বন্ধনে কেহ তনয়া রতন।
নখর নিকরে রাজ্য ছিল বহুতর,
যারে ইচ্ছা বিতরণ করে নৃপবর।

নির্দ্দয় সংগ্রাম তুমি বল কোন প্রাণে,
প্রাণপুত্রে পরাভূত কর অপমানে ?
সমবেত ভূপচয়, বোনাপার্ট বন্দী হয়,
সপ্তরথী ধরে যথা সুভদ্রাসন্তানে—
হায় রে বিদরে বুক মর্ম্ম বেদনায়,
পাঠাইলে হেন নিধি হীন হেলেনায়।

যে বর্লিনে বোনাপার্ট সম্মানের সনে,
বসেছিল বীরদম্ভে রাজ সিংহাসনে,
তথা তার বংশধর, ফরাসির নৃপবর,
বন্দীভাবে কাটে কাল বিষণ্ন বদনে।
কখন কি হয় রণে কখন কি হয়,
জয় কিবা পরাজয় সতত সংশয়।

আশা।

আনন্দ-আকর আশা অবারিত গতি,
প্রবল প্রবাহ সম সদা বেগবতী,
অমর অনন্ত-বরে রক্ষিতে অবনী,
সুধাময়ী, মায়াবিনী, প্রবোধ জননী,
মনোবৃত্তি নিচয়ের মধুরা ভগিনী,
মরিয়া আপনি বাঁচে বাঁচায় সঙ্গিনী।
করবী কুসুম তরু করিলে ছেদন,
আবার পল্লব শাখা দেয় দরশন—
আশাতরু কলেবর যদি কাটা যায়,
মনোনীত পল্লবিত হয় পুনরায়।

আশামুখে চাসাচয় ক্ষেত্র পানে চায়,
মনঃক্ষেত্রে পূরানন্দ নাচিয়ে বেড়ায়,
হয়েছে সতেজ গাছ বারিদ বরণ,
পবন হিল্লোলে দোলে তরঙ্গ যেমন,
হেনকালে অনাবৃষ্টি সৃষ্টি করে নাশ,
বিনাশিত একেবারে চাসা-আশা-বাস,
ভস্মরাশি শস্যক্ষেত্র আতপ অনলে,
হাহাকার আর্ত্তনাদ কৃষকের দলে—

"আমরি আকাট ওরে একি অবিচার!
"অনাহারে মরে যাব সহ পরিবার,
'রাতি পোহাইলে লাগে চাল চার পালি,
"কেমনে কোথায় পাব খাব কিরে বালি?
"কি দিয়ে শুধিব আর মহাজন ধার,
"ভিটে মাটি হবে নাশ নাহিক নিস্তার—
মুকুলিত আশালতা হৃদয়ে উদয়,
চাসার লোচন বারি বিমোচন হয়—
ভাবিতে ভাবিতে বলে "কেন অকারণ
"নিরাশে মগণ হয়ে করিবা রোদন।
"কোনমতে পরিবার চালাব এখন,
"যতন করিয়ে বীজ করিব রোপণ,
"এবার হইবে বারি মুসলের ধারে,
"দুই বৎসরের শস্য পাব এক বারে,
"শুধিব সকল ধার সুখী হবে মন,
"কাটাইব সুখে দিন রাজার মতন।
কারাগারে অন্ধকারে বন্দী করে বাস,
হয়েছে সম্যক তার সুখের বিনাশ,
বিরলে বিদরে বুক চক্ষে বহে নীর,
নীরবে বিলাপ করে অবশ শরীর—

"কোথায় সুখের সুখী দুঃখের দুঃখিনী,
"স্নেহ ভরা ধর্ম্মদারা পবিত্রা কামিনী ?
"কত দিন, হায় পুত্র প্রিয় দরশন,
"ধরিনি তোমায় বক্ষে করিনি চুম্বন !
" অনাথিনী করশাখা ধরিয়ে দ্বিকরে,
"কাঁদিতেছে বাছা মোর আহারের তরে,
"অনুপায় অভাগিনী কি দেবে অশন.
"অজানত নিজনেত্রে নীর বরিষণ।
"দুঃসহ যাতনা আর কেমনে সহিব,
"গলায় বন্ধন দিয়ে এখনি মরিব—
হেনকালে আশা আসি দেয় দরশন,
মনে মনে ভাবে বন্দী মুছিয়ে নয়ন—
"থাকি আর কিছুকাল ত্যজিবনা প্রাণ,
"ত্বরায় বিষাদ নিশি হবে অবসান,
"কারাগার দ্বার মুক্ত হবে অচিরাৎ,
"অপকৃষ্ট অধীনতা হইবে নিপাত,
"চলে যাব হাস্যমুখে আনন্দিত মনে,
"নিরমল সুখ পোরা নিজ নিকেতনে,
"দয়ার পয়োধি বিভু করিবেন দয়া,
"আনন্দে দেখিব জায়া তনয় তনয়া,

"ভাত বেড়ে দেবে ভার্য্যা সানন্দ হৃদয়ে,
"ভোজন করিব সুখে ছেলেদের লয়ে,
"বেড়াইব হেথা সেথা যথা যাবে মন,
"যখন হইবে ইচ্ছা আসিব ভবন,
"দুঃখের পরেতে সুখ, সুখ যার নাম,
"হৃদয় ভরিয়ে ভোগ হবে অবিরাম।

আশা সুখে সুযতনে অধ্যয়ন করে,
বদ্ধ পরিকর ছাত্র পরীক্ষা সমরে,
বিজয় পতাকা পেতে হইল বিফল,
জ্বলিল কিশোর হৃদে নিরাশ অনল,
অপমান অনুমান অতিশয় দুখ,
কেমনে স্বজন কাছে দেখাইবে মুখ,
বিরলে বিলাপ করে গালে দিয়ে হাত,
হতাশে করিতে চায় জীবন নিপাত;
জননীর মত আশা আসিয়ে তখন,
স্নেহভরে শান্ত করে শিশুর রোদন্—
কেন বাপ্ হতাদর কররে জীবনে,
এবার লভিবে জয় পরীক্ষার রণে,
অধ্যয়ন কর অধ্যবসায় সহিত,
সুতার সফল সুধা পাবে মনোনীত—

আশার অমিয় বাক্যে অমনি বিশ্বাস,
পাঠে ছাত্র দেয় মন নাছাড়ে নিশ্বাস।
জীবিকা বিহীন জন ব্যাকুলিত মনে,
লভিতে উপায় ফেরে ভবনে ভবনে—
দীন পালনের পিতা ধনী মহাশয়,
ভাবে মনে যাই তথা হবে দুঃখ ক্ষয়,
"দেবেন জীবিকা এক সদয় হৃদয়ে,
"অভাব হইবে হত অভাগা আলয়ে।
বড় আশা করি যায় ধনী বিদ্যমান,
যাতনার পরিচয় করেন প্রদান।
কাতর কাহিনী শুনি বধীরের কানে
ধনী বলে "কাজ খালি কোথায় এখানে?
"ভাল জ্বালা দুইবেলা কিদায় আমার
"কেন আস মম বাসে তুমি বার বার?—
আশায় কেন যে আসে দীন ধনী স্থানে?
অভাব অনল-দগ্ধ দীনেতেই জানে—
অশনি-হৃদয়-ধনী-দুর্বিণীত ধ্বনি,
জীবিকা-বিহীন-জনে বাজিল অশনি,
মরিল আশার তরু পুড়িয়ে তথায়.
বজ্র নিপতিত হলে আর কি গজায়?

বাড়ী যায় নিরানন্দে করে হায় হায়,
আবার নবীন শাখা আশার গোড়ায়—
আশায় নির্ভর করি বলে মনে মনে
'বৃথায় গেলেম কেন ধনীর সদনে,
"বিষম পাষণ্ড ধনী জানা পদে পদে,
"সহোদরে হতভাগা দেখেনা বিপদে।
'পর উপকারী ভারি বাবু মহাশয়,
"তাঁর কাছে গিয়ে সব দেব পরিচয়,
"দেবেন জীবিকা তিনি ভাসিয়ে দয়ায়,
"হাসি মুখে আসি বাড়ী কহিব ভার্য্যায়—
আশাসুখে আসি দীন বাবুর সদনে,
নিজ সমাচার বলে বিনত বচনে,
শুনিয়ে বিনয় বাণী বাবু তোলে হাঁই,
ট্যাপ্ ট্যাপ্ পড়ে তুড়ি সংখ্যাতার নাই,
নীরবে ভাবেন বাবু আঁখি উঠে ভালে,
দীনের সৌভাগ্য বুঝি ফলে এত কালে,
অধীর হইয়ে দুঃখী জিজ্ঞাসে তাহায়,
অনুমতি মহামতি কিহলো আমায় ;
মাথা তুলে বাবু "বলে পাইলাম লাজ
"কোন স্থানে নাহি মম খালি কোন কাজ,

"থাকিলে তোমায় দিতে বাধা কি আমার,
"বাড়ী যাও খালি হলে পাবে সমাচার—
আশার নবীন শাখা খসিয়ে পড়িল,
বিষণ্ণ বদনে দীন বাড়ীতে চলিল—
পরিতাপে পরিপূর্ণ ঘুরিয়ে বেড়ায়,
কোমল পল্লব পুনঃ হয় আশা গায়—
'ধনশালী জমীদার ধনপুরে আছে,
"অনুরোধ লিপি লয়ে যাব তাঁর কাছে,
"অগণন জন তথা হতেছে পালিত;
"আহার পাইব আমি তাদের সহিত,
"পরিতাপ পরিহার হবে এই বার,
'উথলিবে পরিবারে সুখ পারাবার'—
জমীদার অট্টালিকা অতি সুশোভিত,
অনুরোধ পত্র করে তথা উপনীত।
দ্বারবান করে মানা যাইতে ভিতরে,
অনুরোধ লিপি দান করে তার করে,
লয়ে লিপি দ্বারপাল উপরেতে যায়,
দণ্ডবৎ করি রাখে জমীদার পায়,
লিপি পাঠ জমীদার করিয়ে নিমেষে,
ভেবে চিন্তে দীনজনে ডাকে অবশেষে।

লিপি দিয়ে জমীদার তরণী গঠিল,
আশা সুখে আসি দীন নিকটে বসিল।
খুলিয়ে প্রচণ্ড পেট জমীদার কয়,
"মম উপকারী লিপি দাতা মহাশয়,
"করিতে পারিলে তাঁর বাক্যে কর্ম্ম দান,
"প্রতি উপকার মাত্র করি অনুমান,
"বন্দবস্ত হয়ে গেছে সকলি এবার,
"পর সনে মনোরথ পূরিবে তোমার,
"প্রণাম আমার দিও বন্ধুর চরণে,
' অনুরোধ রলো তাঁর জাগরূক মনে—
বিষম বিষাদে দীন হইল হতাশ,
তখনি উঠিল ছাড়ি বিলাপ নিশ্বাস—
"আর কোথা নাহি যাব করিলাম পণ,
"নাহি যাব ঘরে ফিরে ত্যজিব জীবন—
আশা বলে "দেখ বাপু আর এক বার
"অবিচার করিবে কি বিধি বার বার ?
' নূতন সদর আলা এসেছে ধীমান,
"করিবে সকলি সেই নূতন বন্ধান,
"তার কাছে যাও তুমি সকলের আগে,
"সফল হইবে সত্য মম মনে লাগে,

"অনাহার পরিহার হইবে নিতান্ত,
"বিফল হইলে তুমি কর জীবনান্ত।
আশার অমিয় বাক্যে করিয়ে বিশ্বাস,
সদরআলায় বলে নিজ অভিলাষ,
সজল লোচনে বাণী বলে অবিরত,
যোগ্যতার পরিচয় দেয় শত শত।
কাল আসিবার আজ্ঞা দীনজন পায়,
সেদিন মনের সুখে বাড়ী ফিরে যায়।
এখানে বিচারপতি অবিচার করে,
নিয়োজন অনক্ষর আত্মীয় নিকরে।
পরদিন দীনহীন আইল পলকে,
পক্ষপাতে বজ্রপাত আশার মস্তকে।
'অবশেষ আশা শেষ আর কিছু নাই,
"বিষাদ সাগরে মরে যমালয় যাই—
নিরাশে রোদন করে নিতান্ত ব্যাকুল,
অজ্ঞাতে আশার তরু পরিল মুকুল—
ভাবে মনে "ভারি ভুল আমার হয়েছে,
"পরাধীন হতে তাই এত দিন গেছে,
'বিষয়ীর উপাসনা করিব না আর,
'দেখাইব তাহাদের ক্ষমতা আমার;

"আইন করিব পাঠ মনোনিবেশিয়ে,
"উকিল হইব পরে পরীক্ষায় গিয়ে,
"স্বাধীনতা সনে ধন করিব অর্জন
"ডাকিয়ে করিব দীন গণে বিতরণ,
"সুখসিন্ধু উথলিবে ভবনে আমার
"পরিতোষে পরিপূর্ণ হবে পরিবার।
পড়িয়া পরীক্ষা দিল হইল সফল,
উকিল হইল গণ্য বাড়িল সম্বল,
সব আশা পূর্ণ তার এত দিন পরে,
জীবের জীবন রক্ষা আশা দেবী করে।

"পীতপক্ষী" নামে পাখী শোভা অভিরাম
আনন্দে নন্দন বনে নাচে অবিরাম,
নিরানন্দ নাশা রব কণ্ঠে অবিরত,
শুনিলে শোকের শেষ দুঃখ পরিহত,
যদ্যপি বিকল অঙ্গ কভু তার হয়,
ভস্মরাশি হয় পুড়ে আর নাহি রয়,
সেই ভস্ম হতে জন্মে আবার তখনি,
নবীন সতেজ "পীত পক্ষী" গুণমণি,
আবার আনন্দে নাচে রবে হরে মন,
রমণীয় "পীত পক্ষী" নাহিক পতন—

স্বর্গ হতে সেই "পীতপক্ষী" মনোহর,
উড়ে আসিয়াছে এই অবনী ভিতর,
করিয়াছে বাসা পাখী আশা নাম ধরে
দুঃখভরা মানবের হৃদয় কন্দরে।
জননী নবীন শিশু কোলে করি বসি,
আনন্দ অম্বুজে পূর্ণ হৃদয় সরসী ;
মুছান যতনে মুখ করেন চুম্বন,
থেকে থেকে নবশিশু সুখে আলিঙ্গন।
হৃদে থাকি আশা পাখী করে কলরব,
ভুবন ভিতরে হয় স্বর্গ অনুভব—
"বাঁচাবেন বিভু মম বাছার জীবন
"বিমল আনন্দ বারি হবে বরিষণ,
"ছয়মাসে সমারোহে সুখে ভাত দিব,
"স্বজন বনিতা সহ বাড়ীতে আনিব,
"গলায় গড়িয়া দিব কাঞ্চনের হার,
"কেমন দেখাবে তাতে গোপাল আমার,
' ধূলায় করিবে খেলা তুলে লব কোলে,
"মা বলে ডাকিবে যাদু আধো আধো বোলে,
"কালেজে পড়িতে দিব পরায়ে বসন,
"বই হাতে করে যাবে বিদ্যা নিকেতন,

"রাজা হবে যাদুমণি, হব রাজ মাতা,
"মনে মনে ভক্তিভাবে আরাধিব ধাতা।
"দেশ দেশান্তরে যাবে বাছার মহিমা,
"রত্নগর্ভা বলে মম বাড়িবে গরিমা,
"বিয়ে দিয়ে, বউ নিয়ে, আমোদ করিব,
"আমার মুকুতা মালা তার গলে দিব,
"কোলে করে লব বউ বদন চুম্বিয়ে,
"নেযাব পতির কাছে আহ্লাদে মাতিয়ে,
"হাঁসিয়ে বলিব প্রাণ কান্তে বার বার,
"দেখ নাথ স্বর্ণলতা কেমন আমার,
"আনন্দে প্রাণের পতি হেঁসে কথা কবে,
"কোলে কোলে কনেবউ কোলে করে লবে।
"বিরাজিত কত সুখ সময় ভিতরে,
"সানন্দে বয়ের সাদ দিব ঘটা করে,
"কৌতুক করিবে কত কামিনীর কুল,
"বিলাইব ঘড়া তেল সিন্দূর তাম্বুল,
"যেমনি সোণার চাঁদ মম অঙ্কে দোলে,
"হইবে এমনি চাঁদ বউমার কোলে।
সপ্ততরি সদাগর ভাসায় সাগরে,
সুমধুর তানে আশা পাখী গান করে—

"সমীরণ সহকারে সন্তরি সাগর,
উপনীত-অম্বুপোত বিলাত ভিতর ;
রেসম কুসম ফুল সর্ষপ তণ্ডুল,
বিলাতে বেচিলে হবে বিভব বিপুল.
সময় সুন্দর বটে দর মন্দ নয়,
দ্বিগুণ হইবে লাভ নাহিক সংশয় ;
বলিয়াছি বিনিময়ে আনিতে বসন,
সূতা জুতা ছুরি কাঁচি মদিরা লবণ,
সে সব আসিবে যবে কলিকাতা কূল,
বাণিজ্যের মহালক্ষ্মী হবে অনুকূল,
আবার করিব লাভ বিনিময়ে কত,
সচীনাথ সম সুখে রব অবিরত।
ভবিকা ভরসা দেবী ভুবন মোহিনী,
অগোচর ব্রহ্মলোক সোপান গামিনী,
খুলিয়ে স্বর্গের দ্বার দৈব পরশনে,
বিমল অনন্ত সুখ দেখায় ভুবনে,
দেখাইয়ে সেই নিধি, জগতের সার,
মানবের পরিতাপ করেন সংহার।
চিরজীবী সুখপদ্ম ভাবিলে বিজনে
বিলাপ কি থাকে আর মনুজের মনে ?—

আনন্দে দম্পতী বাস করে ধরা তলে,
বিমোদিত সুখধাম সুখ পরিমলে,
দুয়ের জীবন এক দেহ মাত্র ভেদ,
কোনরূপে নাহি কভু বিরস বিচ্ছেদ,
কামিনী কান্তের গলা করিয়ে ধারণ,
বলে "নাথ এক দণ্ড বিনা দরশন,
"বিদরে হৃদয় মম হেরি শূন্যময়,
"দশদিক্ অন্ধকার ভীষণ প্রলয় ;
"যথায় তথায় যাও, বিনয় কামনা,
"দাসীরে চরণ ছাড়া কখন কর না।
পবিত্র চুম্বন দান করিয়ে বদনে
প্রাণপতি তোষে তাঁয় অমিয় বচনে—
"অমল আদর মাখা আদরিণি প্রিয়ে,
"আমার জীবনযাত্রা তোমায় লইয়ে,
"পতিব্রতা স্নেহময়ী ধর্ম্মশীলা নারী
"তোমায় ছাড়িয়ে আমি থাকিতে কি পারি!
দুইজন ভাসিতেছে আনন্দ সাগরে,
পরস্পর হরষিত হেরে পরস্পরে,
নাহিক দুঃখের লেশ সরল হৃদয়ে,
সকল অভাব দূর পবিত্র প্রণয়ে।

অবনীর সব সুখ বিজলী কিরণ,
এই হলো এই গেল, থাকে কতক্ষণ ?
ভয়ে ভাবনায় কাঁপে রমণী হৃদয়,
রোগে পরাজিত পতি, আসন্ন সময়,
বসিয়ে মুখের কাছে বিষণ্ণ বদনে,
নীরবে রোদন করে বিষাদিত মনে—
প্রলাপে প্রাণের পতি প্রমদার পাণি,
ধরিয়ে সাদরে বলে কত মত বাণী—
"নিলাম বিদায় সতি হৃদ-সন্নিহিতে,
"ব্রহ্মলোক হতে দূত এসেছে লইতে,
"বিমুক্ত স্বর্গের দ্বার কণক নির্ম্মিত,
"শত নবোদিত রবি বিভা বিকাশিত,
" অনুকূল পরীকুল পরিশুদ্ধ মন,
"ললিত মন্দারমালা সুরভি চন্দন,
"হাতে ধরি সারি সারি দাঁড়ায়ে তোরণে,
"পূরানন্দ বিকশিত অরবিন্দাননে,
"নেযাবে আমোদে তারা সাজায়ে আমায়,
"করুণা কমলাসন অনন্ত যথায়,
"দয়া পয়োনিধি পিতা মঙ্গল আকর,
" প্রসারিত কতদূর মার্জ্জনার কর !

"ক্ষমা করিবেন পাপ পতিতত্ব পাবন,
"শান্তি সুধা অবিরত হবে বরিষণ—
কাতরে কামিনী কাঁদে নেত্র নীরে ভাসি,
"কোথাযাও প্রাণপতি পরিহরি দাসী,
"এত ভালবাসা নাথ ভুলিবে কেমনে,
"কি হবে দাসীর গতি ভাবিলেনা মনে ?
"আকাশে তুলিয়ে আঁখি পতি ধীরে বলে
"ভুলিবনা কভু মম হৃদয়-কমলে,
"পবিত্র প্রণয় তব লইব তথায়,
"স্বর্গের সমান জানা যাবে তুলনায়,
"কেঁদনা কেঁদনা কান্তে কুররী নয়নে,
"হইবে মিলন পুনঃ পবিত্র সদনে—
হায় বিধি অবনীতে দারুণ বিধান,
রমণী সর্ব্বস্ব নিধি স্বামী অন্তর্দ্ধান,
"হা নাথ! কি হলো মোরে!" বলি পতিব্রতা.
মূর্চ্ছিতা ধরণী তলে যেন ছিন্ন লতা।
"কি হলো কি হলো বলি কাঁদে পাগলিনী
"নাহি জানিতাম আমি হেন অভাগিনী,
"কি আর আমার আছে জগত সংসারে,
"ব্যাপিয়াছে দশদিশ নিরাশ আঁধারে,

"কাজকি জীবনে বিনা জীবন-জীবন,
"বধিতে হবেনা হবে আপনি নিধন।
আহামরি কি যাতনা মনুজের মনে,
আত্মীয় স্বজনে যদি, সংহারে শমনে—
কি যাতনা আহামরি অনুভবে সতী,
হারা হলে ভূমণ্ডলে সুখময় পতি,
পতির বিহনে সতী ব্যাকুলিত মতি,
পাবকে মিশাতে চায় হরিতে দুর্গতি,—
কে পারে সান্ত্বনা দিতে আছেকি সান্ত্বনা,
যায়না বিনাশ বিনা অন্তর বেদনা।
ভাবিকা ভরসা দেবী ভব ভয় হরা
দয়াবিমণ্ডিত মুখ অমৃত অধরা,
করেতে মঙ্গল ঘট পূর্ণ শান্তি জলে
সুশীতল বরিষণ শোকের অনলে।
জননী সমান আসি স্নেহ সহকারে,
লইলেন কোলে তুলে বিধবা কন্যারে,
ধোয়ালেন শীর্ণমুখ শুভ শান্তি জলে,
সমাদরে মুছালেন কোমল অঞ্চলে।
আবার অবলা বালা বিষাদে ব্যাকুল,
উষ্ণোদক ত্যক্ত যেন অম্বুজ মুকুল,

কাতরে কাঁদিয়ে বলে "কিদশা আমার,
হারালেম স্বামীনিধি সংসারের সার,
জানি না গো কত বড় অসীম সাগর।
গিয়াছেন যার পারে একা প্রাণেশ্বর,
কি আছে সাগরে মরি কে বলিতে পারে,
ফিরে ত আসেনা কেহ গিয়ে তার পারে,
বায়ু, বারি, বহ্নি, বিষ কিম্বা শূন্যময়
পতি হীনা অভাগীর যেমন হৃদয়,
অনাথা সহায়হীন কার সঙ্গে যাই,
কার কাছে প্রাণপতি সমাচার পাই ;
নাহি কি উপায় হায়! হইল কি শেষ
অক্ষয় দম্পতি স্নেহ পবিত্র বিশেষ ?
নীরব হইল বালা অমনি তখন
ভাবিকা ভরসা দেবী করিয়ে সিঞ্চন
শান্তি বারি বিধবার মলিন বদনে
প্রবোধ লাগিল দিতে মধুর বচনে—
প্রবোধ গ্রহণ কর যাদে অবোধিনি !
আছে পন্থা যাদঃপতি লঙ্ঘন সাধিনী—
ধর্ম্ম আচরণ কর পূজ এক মনে,
করুণাবরুণাগার অনাদি কারণে

জানাও বাসনা তব ভক্তি সহকারে,
পরম পুলকে যাবে পারাবার পারে ;
হইবে ধর্ম্মের বলে সেতু মনোহর,
পারিজাত বিরচিত সাগর উপর,
আনন্দে তাহাতে বাছা করিবে গমন,
অবিলম্বে স্বর্গধাম পাবে দরশন,
তোরণে সজীব স্থির সৌদামিনী কুল,
সুশোভিত শুভ অঙ্গে আনন্দের ফুল,
ভগিনীরভাবে তারা করি আলিঙ্গন,
লইবে তোমায় সুখে বিভুর সদন,
পবিত্র মিলন হবে ভক্তির ভবনে,
পূরানন্দে পরিপূর্ণ প্রাণপতি সনে,
বিচ্ছেদ হবেনা আর রবেনা ভাবনা,
হইবে অনন্ত কাল আনন্দে যাপনা।

দেবীর বচনে বালা করিয়ে বিশ্বাস
নিবারিল অশ্রুবারি ছাড়িয়ে নিশ্বাস—
বলিল "জননি তুমি জননী সমান,
মৃত দেহে দিলে প্রাণ সুধা করি দান ;
প্রত্যয়ে ভরিল মন চিন্তা গেল দূরে,
অবশ্য পাইব পতি সুখ স্বর্গপুরে।

য দিন রহিবে মা গো এদেহে জীবন,
তব অঙ্ক হয় যেন মম নিকেতন।

রেলের গাড়ি।

গড় গড় তাড়া তাড়ি, চলিছে রেলের গাড়ি,
ধারেতে নড়িছে বাড়ী, জানালায় পরে সাড়ী
রমণীরা দেখিছে।
ধন্য ধন্য সুকৌশল, জ্বালিয়ে অঙ্গারানল,
পরিতপ্ত করি জল, বার করি বাষ্প দল,
বেগে কল চলিছে।
কিবা তড়িতের তার, হইয়াছে সুবিস্তার,
অবনীর অঙ্গে হার, সমাচার অনিবার,
নিমেষেতে ধাইছে।
দূরিত হইল দূর, কালের ভাঙ্গিল ভুর,
বন্ধুর ভুধর চুর, এক দিনে কানপুর,
পথিকেরা পাইছে।
পদার্থ বিদ্যার বলে, খোদিয়ে ভুধর দলে,
সুড়ঙ্গ করেছে কলে, তার মধ্যে গাড়ি চলে,
অপরূপ দেখিতে।

শোণ নদ ভীমকায়, ইষ্টকের সেতু তায়,
কটিবন্ধ শোভা পায়, নির্ভয়েতে গাড়ি যায়,
দেবকীর্ত্তি মহীতে।
অশ্ব গজে দিয়ে ছাই, হাসিতে হাসিতে ভাই,
বোম্বাই নগরে যাই, পথে নেবে নাহি খাই,
কি সুবিধা হয়েছে।
এপাড়া ওপাড়া কাশী, পাঞ্জাবিয়া প্রতিবাসী,
সহজে মান্দ্রাজি আসি, পবিত্র গঙ্গায় ভাসি,
দিবানিশি রয়েছে।
রেলের কল্যাণে কবে, মঙ্গল সাধন হবে,
ভারতের জাতি সবে, এক মত হয়ে রবে,
সুমিলনে মিলিয়ে।
সাধিতে স্বদেশ হিত, মনে হয়ে হরষিত,
কবে বিজ্ঞ মনোনীত, বিলাতেতে উপনীত,
হবে মুখ খুলিয়ে।

সম্পূর্ণ।